

শুরু থেকে দুই বছর তিন মাস পরে, প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সবগুলো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমই সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলোতে দীর্ঘমেয়াদে সম্পৃক্ততার সুবাদে ডিপিএইচই কর্মীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তাদের মধ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরো বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শেষ পাঁচ মাসে প্রকল্পের আউটপুট বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে আরও জোরালোভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্পাদনা

মাহবুবা মুনমুন, আয়া কাদোকামি
ইউসুকে ইয়ামাগুচি, মোঃ মঞ্জুর কাদি

ছবি: জাপানের চিবা প্রিফেকচারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ২০ আগস্ট ২০২৫

ইভেন্ট

টেকনিক্যাল গাইডলাইন (GL) অবহিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫, সময়কালে ডিপিএইচই-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত অনলাইন সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের টেকনিক্যাল গাইডলাইন (GL) ব্যবহার পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং) করা হয়েছে। এই মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সাম্প্রতিক গাইডলাইন (GL) ব্যবহারের একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় আরও অবহিতকরণ এবং সহায়তা প্রয়োজন তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকল্প অফিসসহ ডিপিএইচই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থিত অফিস সমূহের জন্য একটি গাইডলাইন শেয়ারিং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল গাইডলাইন (GL) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এই সেমিনারটি মূলত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনায় এটি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয় যে গাইডলাইনটির (GL) ব্যবহার শুধু মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং কেন্দ্রীয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমের নজরদারিতে এই নির্দেশিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে মতবিনিময় করেন, ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন এবং একটি সার্বজনীন রেফারেন্স হিসেবে গাইডলাইনটির (GL) গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ডিপিএইচই কর্মকর্তারা তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী গাইডলাইনের (GL) ব্যবহার অব্যাহত রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, যা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে।

গ্রামাঞ্চলের খাবার পানির উৎস সমূহের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ

পিকম্যাক-ডিপিএইচই ফেজ-২ গত অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫ সময়কালে খুলনা জেলার জামিরা ও পানখালী ইউনিয়ন এবং রংপুর জেলার পীরগাছা ইউনিয়নে খাবার পানি সরবরাহের বিভিন্ন অপশনের কার্যকারিতার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১,৮৫৫ টি খাবার পানির



ছবি: গাইডলাইন শেয়ারিং সেমিনার, ডিপিএইচই সদর দপ্তর, ২২ জানুয়ারি ২০২৬



ছবি: ডিপিএইচইর আর্সেনিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে খুলনায় অনুষ্ঠিত পানির উৎসের কার্যকারিতার তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন

ইভেন্ট

উৎস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে সামগ্রিক কার্যকারিতার হার ৯৬%, যা ধারণাতীত ভাবে বেশী। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জরীপ এলাকার প্রায় ৯৮% খাবার পানির উৎসই টিউবওয়েল এবং রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম, যার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে সহজ; এই কারণে মনে করা হচ্ছে যে উৎসগুলোর সামগ্রিক কার্যকারিতার হার এতটা বেশী হয়েছে।

তাই, প্রাপ্ত ফলাফলকে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রবণতার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ধরে নেয়া যৌক্তিক হবে না।

এই পাইলট কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইন তথ্য সংগ্রহ টুল কতটা কার্যকর তা পরীক্ষা করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (LGI) সাথে সহযোগিতামূলক যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে উভয় পদ্ধতিই তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যকরভাবে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাইলট কার্যক্রমের ফলাফলের আলোকে সারাদেশে প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি খাবার পানির উৎস কভার করে জাতীয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আনুমানিক বাজেট ও সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ডিপিএইচই কর্তৃপক্ষের নিকট তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S)

পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির (M&S) চলমান কার্যক্রম বাংলাদেশ জুড়ে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি'র কভারেজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই কার্যক্রম ১৯টি জেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চলমান রয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে সফল করতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে নতুন অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব ডিপিএইচই-এর হাতে থাকলেও প্রকল্পের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জেলা গুলোতে তথ্য সংগ্রহের কাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পিকম্যাক প্রকল্পের পক্ষ থেকে যখন যে সহায়তা প্রয়োজন হয়েছে তা প্রদান করা হয়েছে, বিশেষত এই কাজে ডেটা আপলোড, ডেটাবেসের সমস্যা সমাধান এবং সংগৃহীত তথ্যের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

নদীর পানি পর্যবেক্ষণ

যেসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি'র প্রাপ্যতা সীমিত বা অপরিপূর্ণ, সেখানে নদীর পানি একটি টেকসই ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎস হতে পারে। নদীর পানি ব্যবহারের সম্ভাবনা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং সারফেস ওয়াটার ভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নকশা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করতে নদীর পানির গভীরতা, প্রবাহ ও গুণগত মান সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের বিকল্প নেই। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে পিকম্যাক-ডিপিএইচই ফেজ-২ প্রকল্পের পক্ষ থেকে ডিপিএইচইকে দেশব্যাপী অগ্রাধিকারমূলক স্থানসমূহে নদীর পানি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার সুপারিশ করেছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্থানগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির সীমিত প্রাপ্যতা, বাৎসরিক নাব্যতা সম্পন্ন নদীর উপস্থিতি, হাইড্রোজিওলজি সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি এবং নদীর পানিতে ১ পিপিটি-এর নিচে গ্রহণযোগ্য লবণাক্ততার মাত্রা বিবেচনা করা হয়েছে।

ডিপিএইচই-এর গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পাইলট পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু করে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে তিনটি স্থানে পাইলট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরে গোমতী নদী, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ার ভাটেরচরে মেঘনা নদীর একটি শাখা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুরের পূর্বহাটিতে তিতাস নদী।

জানুয়ারি ২০২৬ থেকে পানির স্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং বছরে পাঁচবার নদীর প্রবাহমাত্রা ও পানির গুণগত মান পরিমাপ করা হচ্ছে। বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটি ব্যয় প্রাক্কলনে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে পিকম্যাক-ডিপিএইচই'র টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আপডেটের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।



ছবি: পিকম্যাক-২ প্রকল্প দলের তত্ত্বাবধানে রংপুরে অনুষ্ঠিত পানির উৎসের কার্যকারিতার তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন।



ছবি: পানির স্তর পরিমাপের জন্য টেম্পোরারি বেঞ্চমার্ক (TBM) স্থাপন



ছবি: কারেন্ট মিটারের সাহায্যে নদীর পানি প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপ কার্যক্রম



ছবি: টিডব্লিউজি (TWC) সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিপিএইচই-র মধ্যে অ্যাকুইফার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত মতবিনিময়, ২২ অক্টোবর ২০২৫

সম্ভাব্যতা নিরূপণে পানির স্তর ও পানির গুণগত মান সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করে সর্বশেষ পানির সম্ভাবনা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি মূল্যায়নের ফলাফল WRPM এর জন্য পস্তুতকৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপলোড করার কাজ চলছে, এই প্ল্যাটফর্মে মানচিত্র প্রিন্ট ও তথ্য ডাউনলোডের সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে। এরপর, প্রথমে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের মতামতের ভিত্তিতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উন্নয়নের জন্য গাইডেন্স সেশন আয়োজন করা হবে, এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে নির্বাচিত এ্যডমিনদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হলে প্ল্যাটফর্মটি ডিপিএইচই-র ওয়েবসাইটে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ওয়াটার সেক্টরের সংশ্লিষ্টদের জন্য চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে একটি অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পৌরসভা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে (TOT) সহায়তা

প্রকল্পের আওতায় গত ৭ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমের O&M সহায়তার জন্য ডিপিএইচই কর্তৃক প্রণীত ম্যানুয়াল ব্যবহার করে পাঁচ দিনের ট্রেনিং অব ট্রেনারস প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। ডিপিএইচই-র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল প্রোগ্রামটির উদ্বোধন করেন এবং এতে মাঠ পর্যায়ের ও সদর দপ্তরের ১৮ জন নির্বাচিত নির্বাহী প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল মাস্টার ট্রেনার তৈরি করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে ডিপিএইচই প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ডিপিএইচই-র এইচআরডি সেন্টারে তাত্ত্বিক সেশনের পাশাপাশি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পানি পরিশোধনাগারে একটি ব্যবহারিক মাঠ পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাত্ত্বিক ক্লাসে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই ছিল এই মাঠভিত্তিক প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীরা পাম্প ও পানি পরিশোধনাগারের ডায়াগনস্টিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা যাচাই করা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত ত্রুটি নির্ণয় করতে শেখেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের মতামত ম্যানুয়ালটির পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা এর বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। সকলের জন্য বিষয়গুলো সহজতর করতে ম্যানুয়ালটি বর্তমানে বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে।

অদূর ভবিষ্যতে মাস্টার ট্রেনারগণ সারা দেশের ডিপিএইচই প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং পাঠ-পুনরালোচনার সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় ক্লাস লেকচারের রেকর্ডকৃত ভিডিও তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

WRPM এর জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরী

WRPM আপডেটের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পিকম্যাক-ডিপিএইচই ফেজ-১ থেকেই এ্যাকুইফারের সীমানা নির্ধারণ একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, এবং ফেজ ২-এ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিডব্লিউডিবি-এর বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। DWASA এবং CWASA-র থেকে প্রাপ্ত তথ্য সহ, আরো নতুন ভূতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করে এ্যাকুইফারের ক্রস-সেকশন তৈরীর মাধ্যমে এ্যাকুইফারের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ফেজ-১ এ সম্পন্ন করা যায়নি। এছাড়াও, যেসব এলাকায় ভূতাত্ত্বিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বর্তমান নলকূপের গভীরতার তথ্য থেকে এ্যাকুইফারের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারাদেশে এ্যাকুইফারের সীমানা নির্ধারণ করে হালনাগাদ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও পানির গুণগত মানের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে ভূগর্ভস্থ পানির সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই সাথে, ভূগর্ভস্থ পানির সম্ভাবনা মূল্যায়নের মানদণ্ডে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে হালনাগাদ পরিস্থিতি আরও যথাযথভাবে মানচিত্রে প্রতিফলিত করা যায়। নদীর পানির



ছবি: সিলেট সিটি কর্পোরেশন পানি শোধনাগারে সরেজমিন পরিদর্শন ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ



ছবি: মহাখালী এইচআরডি-তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ সেশনের দৃশ্য

জাপানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে জাপানের কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ২০২৫ সালের ১৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত জাপানে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রমে ডিপিএইচই'র ১২ জন প্রকৌশলীর পাশাপাশি LGD ও ERD থেকে একজন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছয়টি জাপানি প্রতিষ্ঠানে লেকচার ও মাঠ পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারীরা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাপানের পানি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যকার সমন্বয় এবং পেশাদার সংস্থা ও পানি ব্যবহারকারীদের সাথে কার্যকর সহযোগিতার ধারণ সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, পানি উৎস ও স্থাপনার পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ওয়াটার সেফটি প্ল্যান ব্যবহার। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা জাপানে প্রচলিত পারফরম্যান্স ইন্ডিকটর (PI) ব্যবহার করে কিভাবে ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পানির গুণগতমান, ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা ও সিস্টেম পরিচালনার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা পানি শোধনাগার ও ছোট-পরিসরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) অনুশীলনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা মডেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। আইনি কাঠামো, পিআই-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ও নাগরিক অংশগ্রহণের কার্যকর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জাপানের সামগ্রিক পদ্ধতির সাফল্য অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রশিক্ষণ চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা একটি প্রেজেন্টেশন এবং একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে সেগুলো জাইকার কাছে উপস্থাপন করেন। ডিপিএইচই'র কর্মকর্তাদের নিকট জাপান সফরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গত ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ডিপিএইচই'র কনফারেন্স রুমে একটি প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আশা করা হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং সেক্টর পর্যায়ের সমন্বয় পদ্ধতি সহজতর করতে সহায়তা করবে।



ছবি: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নাগোয়া সিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সেশনের দৃশ্য



ছবি: জাইকা সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ সমাপ্তি সনদ গ্রহণ করছেন ডিপিএইচই'র প্রশিক্ষার্থীরা, ২৯ আগস্ট ২০২৫

প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিশেষ ঘোষণা

পরিকল্পনা অনুযায়ী PICMaC2 প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০২৬-এ শেষ হবে, সেই হিসেবে প্রকল্পটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কারণে আমরা প্রকল্পের সামগ্রিক অর্জন ও GL এবং WRPMs-এর ব্যবহার মূল্যায়নের জন্য Endline সার্ভে পরিচালনা করতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি অনলাইন প্রশ্নমালার মাধ্যমে এই সার্ভেটি পরিচালনা করা হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক উত্তর ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, তারা যেনো দয়া করে নির্ধারিত সময়ে অনলাইন উত্তর সেশনে অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

